যুগান্তর

তারিখ ... 06 FEB 2015
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৪

আতংক মাথায় নিয়েই এসএসসি শুরু আজ

মুসতাক আহমদ

হরতালে দুই দফা পেছানোর পর অবরোধের আতঙ্ক মাথায় নিয়েই অবশেষে আজ শুরু হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। নির্ধারিত সময়সূচির ৬ দিন পর আজই প্রথম পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবারের পরীক্ষার্থীরা। আজ সকাল ৯টায় সারা দেশের ৩ হাজার ১১৬টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এবার মোট ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৬৬ জন ছাত্রছাত্রী এ পরীক্ষা দিচ্ছে।

আটটি সাধারণ বোর্ডে এসএসসিতে আজ সকালে বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্র, সহজ বাংলা প্রথম পত্র এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কারিগরি বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনালে সকালে বাংলা-২ (বিষয় কোড : ১৯২১) সৃজনশীল এবং বিকালে বাংলা-২ (কোড : ৮১২১) সৃজনশীল বিষয়ের এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে সকালে কুরআন মজিদ ও তাজবিদ বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে।

২ ফেব্রুয়ারি এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোটের টানা অবরোধের মধ্যেই ওইদিন থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত

আজ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

আজ : এসএসসি শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হরতাল থাকায় নির্ধারিত দু'দিন পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে আজ হরতাল না থাকলেও দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে পরীক্ষা নেয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন অনেক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক। তারা বলছেন, হরতাল না থাকলেও যেহেতু অবরোধ কর্মসূচি রয়েছে, তাই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াত পুরোপুরি নিরাপদ নয়। তারা এমনও প্রশ্ন রেখেছেন, কেউ কোনো রকম দুর্ঘটনার শিকার হলে তার দায় কে নেবে? এ কারণে তারা অবরোধেও পরীক্ষা না নেয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত অবরোধেই পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের এই পরীক্ষা না নিয়ে উপায় নেই। কেননা, এসএসসি শেষ করে ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষা নিতে না পারলে সব জট লেগে যাবে।' ঝুঁকির বিষয়ে তিনি বলেন, 'তাদের (২০ দলীয় জোট) অবরোধে কিছু হয় না বলেই তারা হরতাল দিয়েছে। তারা ধরেই নিয়েছে যে, এটা কার্যকরী নয়। তারপরও নির্বিঘ্নে পরীক্ষার প্রশ্নে অবরোধ-হরতাল তুলে নেয়াটাই এর স্থায়ী সমাধান।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পরীক্ষার্থীরা যাতে নিরাপদে কেন্দ্রে যেতে পারে, সে জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পুলিশ-র‍্যাবসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। এছাড়া ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে পরীক্ষা তদারকির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং ১০ বোর্ডে ১০টি মনিটরিং কমিটি কাজ করছে। এসব কমিটি আইনশৃংখলা পরিস্থিতি ছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়েও নজরদারি করবে। মন্ত্রণালয়ের কমিটি ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। আরও জানা গেছে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপত্র বোর্ডগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এরজন্য প্রয়োজনে রাত পর্যন্ত পোস্ট অফিস ও রেলওয়ের পার্সেল বিভাগ খোলা থাকবে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলাউদ্দিন মিয়া বৃহস্পতিবার রাতে যুগান্তরকে মোবাইল ফোনে বলেন, 'পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নেয়ার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পুলিশ ও মাঠপ্রশাসনের এ ব্যাপারে প্রস্তুতি রয়েছে। এমনিতে অন্য পরীক্ষায় যে নিরাপত্তা পদক্ষেপ নেয়া হয়, এবার তারচেয়ে বেশি ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর বাইরে সবমহলই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ সকাল ৯টায় এসএসসি পরীক্ষা পরিদর্শনে রাজধানীর আজিমপুর সরকারি গার্লস স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে যাবেন। দাখিল পরীক্ষা পরিস্থিতি দেখার জন্য এরপর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

এবার এসএসসি ও সমমানের মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭ লাখ ৬৩ হাজার ৩৩৯ জন ছাত্র এবং ৭ লাখ ১৫ হাজার ৯২৭ জন ছাত্রী। আটটি বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ১১ লাখ ১২ হাজার ৫৯১ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে ২ লাখ ৫৬ হাজার ৩৮০ জন এবং এসএসসি ভোকেশনালে (কারিগরি) এক লাখ ১০ হাজার ২৯৫ শিক্ষার্থী রয়েছে।

এবার বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম পত্র, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র, গণিত ও উচ্চতর গণিত ছাড়া সব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হবে। এ বছর শারীরিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা নামে নতুন দুটি বিষয়ে পরীক্ষা হবে।

খুলনা অঞ্চলে কাল হরতালেও পরীক্ষা : এদিকে ছাত্রদল আগামীকাল খুলনা অঞ্চলের ৯টি জেলায় হরতাল ডাকায় এদিন যশোর বোর্ডের এসএসসি এবং এ অঞ্চলে মাদ্রাসার দাখিল ও কারিগরির এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। তবে এর মধ্যেও পরীক্ষা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলাউদ্দিন মিয়া। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি যুগান্তরকে জানান, 'হরতালটি বিএনপির নয়, ছাত্রদলের। তাদের তেমন কোনো অ্যাক্টিভিটি (কার্যক্রম) নেই। ওরা কোথাও নেই। তাই আমরা যথারীতি পরীক্ষা নিতে পারব বলে মনে করি। এ ব্যাপারে আমি মন্ত্রণালয়ে আলাপ করেছি। সচিব মহোদয়ের (নজরুল ইসলাম খান) সঙ্গেও কথা বলেছি। সবাই বলেছেন আমরা পরীক্ষা নিতে পারব।'

বরিশাল ও রাজশাহীতে পরীক্ষা চলবে : বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় এ রিপোর্ট লেখাকালে রাজশাহী অঞ্চলে ছাত্রদলের অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল ডাকার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া রোববার সকাল ৬টা থেকে বরিশাল অঞ্চলে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে স্থানীয় বিএনপিসহ ২০ দলীয় জোট। এ হরতালের মধ্যেও পরীক্ষা হবে কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে পরীক্ষা বিষয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির প্রধান ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ্র যুগান্তরকে বলেন, 'অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি আঞ্চলিকভাবে যে হরতাল ডাকা হয়েছে তার মধ্যেও পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। আমরা এবারও এ ধরনের হরতালের মধ্যে পরীক্ষা নেব।' একই কথা জানিয়েছেন বরিশাল ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকরাও।